"খাদ্য অধিদপ্তরের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার ২য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনের উপর খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ফিডব্যাক সংক্রান্ত কর্মশালার র‍্যাপোটিয়ার্স রিপোর্ট"

তারিখঃ ১৬.০১.২০২১খ্রি.
সময়ঃ সকাল ১১.০০ ঘটিকা
স্থানঃ অনলাইন ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম (জুম) এর মাধ্যমে।

খাদ্য অধিদপ্তর ২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ২য় কোয়ার্টারের বাস্তবায়ন প্রতিবেদনের উপর খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ফিডব্যাক উপলক্ষ্যে ১৬.০১.২০২১খ্রি. অনলাইন ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম (জুম) এর মাধ্যমে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় মুখ্য আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম, সচিব, এবং আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব খাজা আব্দুল হান্নান, অতিরিক্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়। মূল প্রবন্ধক উপস্থাপক হিসাবে জনাব মো: শাহ্ নেওয়াজ তালুকদার, অতিরিক্ত সচিব ও শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, খাদ্য মন্ত্রণালয়। এছাড়া অংশগ্রহণকারী হিসাবে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নৈতিকতা কমিটির সদস্য সম্মানিত সকল অতিরিক্ত সচিব ও ডিজি, এফপিএমইউ মহোদয়, সম্মানিত সদস্য সচিব, উপসচিব, প্রশাসন-২ শাখা (শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট বিকল্প কর্মকর্তা), সম্মানিত অতিরিক্ত মহাপরিচালক (চ.দা), খাদ্য অধিদপ্তর এবং খাদ্য অধিদপ্তরের, সম্মানিত জাতীয় শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সঞ্চালক কর্তৃক উপস্থাপনঃ জনাব অনিমা রাণী বিশ্বাস, উপসচিব (অভ্যন্তরীণ প্রশাসন-২) খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক কর্মশালাটি সঞ্চালন করা হয়।

প্রবন্ধ উপস্থাপনঃ জনাব মো: শাহ্ নেওয়াজ তালুকদার, অতিরিক্ত সচিব ও শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, খাদ্য মন্ত্রণালয় ২০২১-২২ অর্থবছরের খাদ্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ১ম কোয়ার্টারের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনের উপর খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ফিডব্যাক বিষয়ক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। আলোচনাপর্বে প্রবন্ধ উপস্থাপক প্রথমে খাদ্য অধিদপ্তরের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার কার্যক্রম নং- ১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন; ১.৫ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন; ১.৭ আওতাধীন আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের উপর ফিডব্যাক প্রদান; ২.১ ২০২১-২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা (প্রকল্পের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাসহ) ওয়েবসাইটে প্রকাশ; ২.২ প্রকল্পের PSC ও PIC সভা আয়োজন; ২.৩ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন; ২.৪ প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র (বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা); ৩.১ খাদ্য অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয় কর্তৃক খাদ্য অধিদপ্তরাধীন মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহকে প্রদানকৃত সেবা সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহ হতে ফিডব্যাক গ্রহণ । ৩.২ নৌ-যানে খাদ্যশস্য পরিবহন ট্র্যাকিং; ৩.৩ স্মার্ট অফিস আইডি কার্ড প্রদান বাস্তবায়ন; ৩.৪ খাদ্য অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ডিজিটাল এক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম বাস্তবায়ন; ৩.৫ খাদ্য ভবনে ফায়ার এক্সিট নির্মাণ বাস্তবায়ন; বিষয়ে বিভিন্ন মতামত তুলে ধরেন। এছাড়াও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনার আলোকে কার্যক্রম নং ৩.১ ঢাকা মহানগর ও ২টি পৌর সভার কমপক্ষে ৫টি ডিলার পয়েন্টে ওএমএস'এর অনলাইন ভিত্তিক বিক্রয় ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন; ৩.৩ ঢাকা জেলার ৬টি এলএসডিতে সিসি ক্যামেরা স্থাপনপূর্বক নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও এলএসডি পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিতে সিসি ক্যামেরা ভিত্তিক মনিটরিং পদ্ধতি প্রবর্তন; ৩.৪ খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের জন্য PIMS চালু করে মন্ত্রণালয় কর্তৃক বদলীযোগ্য কর্মকর্তাদের বদলী নীতিমালা অনুসারে বদলী নিশ্চিতকরণ বিষয়ে বিভিন্ন মতামত তুলে ধরে ফিডব্যাক প্রদানের সুপারিশ প্রস্তাব করেন।

<u>প্যানেল আলোচকদের আলোচনাঃ</u>

মূখ্য আলোচক ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম সেমিনার প্রারম্ভে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান । অতঃপর খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার সার্বিক মূল্যায়নে ৫১ মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় প্রথম স্থান অর্জন করায় উপস্থিত সকল কর্মকর্তাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। তিনি খাদ্য অধিদপ্তরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২ অর্থবছরের কার্যক্রম বিষয়ে কিছু সংশোধনী প্রস্তাবনা, যথাযথভাবে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে ভবিষ্যতে যাতে ধারা অব্যাহত থাকে সেই লক্ষ্য নিয়ে সবাইকে আন্তরিকভাবে কাজ করার জন্য মূল্যাবান পরামর্শ প্রদান করেন। জনাব খাজা আব্দুল হান্নান, অতিরিক্ত সচিব আলোচনায় বিভিন্ন কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত ও পরামর্শ প্রদান করেন।

মুক্ত আলোচনাঃ

মুক্ত আলোচনা পর্বে জনাব ড. সালমা মমতাজ, অতিরিক্ত সচিব, জনাব মোঃ আশরাফুল আলম,অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন) ও শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, ইন্সট্রাক্টর জনাব মোঃ নুরুজ্জামান, বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও জনাব মন্জুর আলম সিস্টেম এনালিস্ট খাদ্য অধিদপ্তরের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার উপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেন।

র‍্যাপোর্টিয়ারবৃন্দের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সেমিনারে গৃহিত সুপারিশঃ

কর্মশালায় উপস্থাপিত প্রবন্ধ এবং আলোচক ও মুক্ত আলোচনার মতামতের পর্যালোচনার ভিত্তিতে র‍্যাপোর্টিয়ারবৃন্দ তাদের পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করলে খাদ্য অধিদপ্তরের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জাতীয় শদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের উপর সর্বসম্মতভাবে নিম্নলিখিত ফিডব্যাকসমূহ প্রদানের সুপারিশ করা হয়ঃ

(ক). খাদ্য অধিদপ্তরের ২০২১-২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনার উপর ফিডব্যাকসমূহ:

কার্যক্রমের নাম ও ক্রমিক নং	পর্যালোচনা	ফিডব্যাক
১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	২য় কোয়ার্টারে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ০১টি এবং ২০ জন নিধারণ করা আছে। প্রতিবেদনে ২য় কোর্য়াটারে প্র প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা উল্লেখ না করে প্রতিবেদন প্রেরণ করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনায় জানা যায় ২য় কোয়ার্টারে কোন প্রশিক্ষন অনুষ্ঠিত হয়নি। শদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্তে কোয়ার্টার ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নূন্যতম মাত্রায় প্রশিক্ষন অনুষ্ঠান প্রয়োজন।	আগামী কোয়ার্টারগুলোতে কোয়ার্টার ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নূন্যতম মাত্রায় প্রশিক্ষন অনুষ্ঠানে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হলো।
১.৫ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন	২য় কোয়ার্টারে লক্ষ্যমাত্রা ৩১.১২.২০২১খ্রি. তারিখের মধ্যে স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ নির্ধারিত আছে। এ বিষয়ে কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার প্রমাণক প্রেরণ করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। ২য় কোয়ার্টারে ৩১.১২.২০২১খ্রি. তারিখের মধ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে কিন্তু কি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং কি কি প্রমাণক সংরক্ষণ করা হয়েছে সে বিষয়ে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়নি। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ যে যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার তথ্য প্রমানকসহ মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেন প্রেরণ করা প্রয়োজন।	২য় কোয়ার্টারে ৩১.১২.২০২১খ্রি. তারিখের মধ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের যথাযথ প্রমাণক সংরক্ষণ ও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।
১.৭ আওতাধীন আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের উপর ফিডব্যাক প্রদান	২য় কোয়ার্টারের প্রতিবেদনে ২৮/১০/২০২১খ্রি. ও ১৪.১১.২০২১খ্রি. তারিখ নির্ধারণ করা আছে। ফিডব্যাক প্রদান সংক্রান্ত কর্মশালার র‍্যাপোর্টিয়ার্স রিপোর্ট, হাজিরা ও সম্মানী বিবরণীর প্রমাণক প্রদান বিষয়ে আলোচনা করা হয়। খাদ্য অধিদপ্তরের বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা জনাব মোঃ নুরুজ্জামান বলেন যে, শুদ্ধাচার কোডে অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিভাজন অনুমোদন পাওয়া যায়নি। অর্থ প্রাপ্তির অনুমোদনের পর সন্মানী প্রদান পূর্বক প্রমাণক প্রেরণ করবেন মর্মে সভায় অবহিত করেন। সচিব মহোদয় শুদ্ধাচার কোড সৃষ্টিকরে সন্মানী প্রদানপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রমাণক প্রেরণ বিষয়ে তাগিদ দেন।	২য় কোয়ার্টারের প্রতিবেদনে ২৮.১০.২০২১খ্রি. ও ১৪.১১.২০২১খ্রি. তারিখ নির্ধারণ করা আছে। শুদ্ধাচার কোড সৃষ্টিকরে সন্মানী প্রদানপূর্বক ফিডব্যাক প্রদান সংক্রান্ত কর্মশালার র‍্যাপোর্টিয়ার্স রিপোর্ট, হাজিরা ও সম্মানী বিবরণী প্রদান করার সুপারিশ করা হয়।

২.১ ২০২১-২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা (প্রকল্পের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাসহ) ওয়েবসাইটে প্রকাশ	মডার্ণ ফুড প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয়পরিকল্পনা প্রকাশ না করায় এবং পরিদর্শন, উন্নয়ন ও কারিগরি সেবা বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ছক মোতাবেক ক্রয়পরিকল্পনা প্রকাশ না করায় গত সভায় ফিডব্যাক প্রদান করা হয়েছিল । যা বাস্তবায়িত হয়েছে। তবে সকল বিভাগের সংশোধিত কর্মপরিকল্পনা প্রকাশের তারিখ এখনো নির্ধারণ করা হয়নি। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ শাহ্ নেওয়াজ তালুকদার বলেন যে, কার্যক্রমটি সুষ্ঠ বাজেট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বছরের শুরুতে যে ক্রয় পরিকল্পনা করা হয় পরবর্তীতে অনেক ক্ষেত্রে ক্রয়ের সাথে তার সামঞ্জস্য রাখা সম্ভব হয় না বিধায় সংশোধিত ক্রয়পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশের তারিখ নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেন।	সুষ্ঠ বাজেট ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সংশোধিত ক্রয়পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশের তারিখ নির্ধারণ এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। প্রয়োজন না হলে তা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।
২.২ প্রকল্পের PSC ও PIC সভা আয়োজন	২য় কোয়ার্টারে PSC ৪টি এবং PIC ৪টি সভা নির্ধারিত ছিল । কিন্তু অর্জিত হয়েছে ৩টি করে। পরবর্তী কোয়ার্টারে বর্ধিত সংখ্যক সভা অনুষ্ঠান করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার জন্য আলোচনা করা হয়। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ শাহ্ নেওয়াজ তালুকদার বলেন যে, পরিকল্পনা বিভাগের সার্কুলার মোতাবেক প্রতি প্রকল্পে বৎসরে কমপক্ষে ২টি সভা অনুষ্ঠান করার নির্দেশনা আছে এবং DPPতে সভা সংখ্যা উল্লেখ থাকলে সে সংখ্যক সভা অনুষ্ঠান করতে হবে। মর্ডাণ ফুড প্রকল্পে ৩টি সভা অনুষ্ঠান করার বিষয়ে উল্লেখ আছে। খাদ্য সচিব মহোদয় আলোচনায় অংশগ্রহণ করে যেহেতু PSC সভার আহবানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে সেহেতু পরবর্তী কোয়ার্টারে সভা আহবান করে ক্রমপঞ্জিত লক্ষ্যমাত্রা সমন্বয় করার বিষয়ে মতামত প্রদান করেন।	২য় কোয়ার্টারে PSC ৪টি এবং PIC ৪টি সভা নির্ধারিত ছিল । কিন্তু অর্জিত হয়েছে ৩টি করে। পরবর্তী কোয়ার্টারে বর্ধিত সংখ্যক সভা অনুষ্ঠান করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সমন্বয় করতে হবে।
২.৩ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন	২য় কোয়ার্টারে ৪৫% লক্ষ্যমাত্রা ছিল । ৩১/১২/২১ পর্যন্ত ৪২.২% অর্জন দেখানো হয়েছে । কিন্তু মন্ত্রণালয়ের অর্জন দেখা যাচ্ছে ২৭.১৬% । যেহেতু খাদ্য অধিদপ্তরই খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সর্ববৃহৎ এডিপি বাস্তবায়নকারী সংস্থা সেহেতু বাস্তবায়ন হারে তথ্যের হিসাবের গরমিল বিষয়ে আলোচনা করা হয়। খাদ্য অধিদপ্তরের বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা জনাব মোঃ নুরুজ্জামান বলেন যে, হিসাবের ভুলের কারণে গরমিল হয়েছে যা সংশোধন করা হবে মর্মে জানান।	এডিপি বাস্তবায়নে হিসাবের গরমিল সংশোধন করতে এবং প্রতিবেদনে ভূল তথ্য প্রেরণের ক্ষেত্রে ভবিষতে সতর্ক হওয়ার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়।
২.৪ প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র (বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা)	প্রকল্পের সরঞ্জামাদি হস্তান্তরের কার্যক্রম এখনো শুরু না করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সচিব মহোদয় জানান যে, বিধি মোতাবেক প্রকল্পের গাড়ি সরকারি আবাসন পুলে ফেরত দিতে হবে। এছাড়া প্রকল্পের অন্যান্য সরঞ্জামাদি বিধি মোতাবেক অনুমতি সাপেক্ষে ব্যবহার করা যেতে পারে। এবিষয়ে জানুয়ারি ২০২২ মাসেই প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়।	প্রকল্পের সরঞ্জামাদি গাড়ী বিধি মোতাবেক হস্তান্তর এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি অনুমোদন সাপেক্ষে ব্যবহার করার বিষয়ে জানুয়ারি ২০২২ মাসেই প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে সুপারিশ করা হয়।

৩.১ খাদ্য অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয় কর্তৃক খাদ্য অধিদপ্তরাধীন মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহকে প্রদানকৃত সেবা সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহ হতে ফিডব্যাক গ্রহণ।	গত সভার ফিডব্যাকের আলোকে কার্যক্রমটি পরিবর্তন করে নতুন কার্যক্রম হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। কার্যক্রমটি শুদ্ধাচার এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক কার্যক্রম হিসাবে গ্রহণ যোগ্যতা বিষয়ে আলোচনাকরা হয়। সে ক্ষেত্রে কী কী ফিডব্যাক পাওয়া যাবে এবং তা বাস্তবায়নপর্বক কোন কোন ক্ষেত্রে কি কি শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ হয়েছে তা বর্ণনাপূর্বক প্রমাণক নির্ধারণ করে তা মন্ত্রণালয়ের নৈতিকতা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন।।	শুদ্ধাচার ও দুর্নীতি প্রতিষ্ঠায় যেসকল ফিডব্যাক পাওয়া যাবে এবং তা বাস্তবায়ন পরবর্তী কোন কোন ক্ষেত্রে কি কি শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ হয়েছে তা বর্ণনাপূর্বক প্রমাণক নির্ধারণ করে তা মন্ত্রণালয়ের নৈতিকতা কমিটি কর্তৃক অনুমোদন করিয়ে নেওয়ার সুপারিশ করা হয়।
৩.২ নৌ-যানে খাদ্যশস্য পরিবহন ট্র্যাকিং	গত সভার ফিডব্যাকের আলোকে কার্যক্রমটির কোন মাত্রায় বাস্তবায়ন করা হবে সে লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রমাণক কি কি হবে তা নির্ধারণ করে তা মন্ত্রণালয়ের নৈতিকতা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন।	কার্যক্রমটি কোন মাত্রায় বাস্তবায়ন করা হবে সে লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রমাণক কি কি হবে তা নির্ধারণ করে মন্ত্রণালয়ের নৈতিকতা কমিটির অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করার সুপারিশ করা হয়।
৩.৩ স্মার্ট অফিস আইডি কার্ড প্রদান বাস্তবায়ন।	গত সভার ফিডব্যাকের আলোকে কার্যক্রমটি কোন মাত্রায় বাস্তবায়ন করা হবে সে লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রমাণক কি কি হবে তা নির্ধারণ করে তা মন্ত্রণালয়ের নৈতিকতা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন।	কার্যক্রমটি কোন মাত্রায় বাস্তবায়ন করা হবে সে লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রমাণক কি কি হবে তা নির্ধারণ করে মন্ত্রণালয়ের নৈতিকতা কমিটির অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করার সুপারিশ করা হয়।
৩.৪ খাদ্য অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ডিজিটাল এক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম বাস্তবায়ন।	গত সভার ফিডব্যাকের আলোকে কার্যক্রমটির কোন মাত্রায় বাস্তবায়ন করা হবে সে লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রমাণক কি কি হবে তা নির্ধারণ করে তা মন্ত্রণালয়ের নৈতিকতা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন।	কার্যক্রমটি কোন মাত্রায় বাস্তবায়ন করা হবে সে লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রমাণক কি কি হবে তা নির্ধারণ করে মন্ত্রণালয়ের নৈতিকতা কমিটির অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করার সুপারিশ করা হয়।
৩.৫ খাদ্য ভবনে ফায়ার এক্সিট নির্মাণ বাস্তবায়ন।	এপিএ তে "খাদ্য ভবনের জরুরি নির্গমণ সিঁড়ি এবং অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ" কার্যক্রমটি অন্তর্ভুক্ত আছে। একই কার্যক্রম শুদ্ধাচার ও এপিএতে গ্রহণ করা যাবে না। সে প্রেক্ষিতে এ কার্যক্রমটি শুদ্ধারের কার্যক্রম থেকে বাদ দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।	খাদ্য ভবনে ফায়ার এক্সিট নির্মাণ কার্যক্রমটি পরিবর্তন করে নতুন একটি কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে যা শুদ্ধাচার ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক হবে।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনার আলোকে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রমের ফিডব্যাক বিষয়ে আলোচনাঃ

কার্যক্রমের নাম	মন্ত্রণালয়ের ফিডব্যাক পর্যালোচনা	মন্ত্রণালয়ের ফিডব্যাক
৩.১ ঢাকা মহানগর ও ২টি পৌর সভার কমপক্ষে ৫টি ডিলার পয়েন্টে ওএমএস'এর অনলাইন ভিত্তিক বিক্রয় ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন	ঢাকা মহানগর ও ২টি পৌর সভার কমপক্ষে ৫টি ডিলার পয়েন্টে ওএমএস'এর অনলাইন ভিত্তিক বিক্রয় ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন কার্যক্রমটির শুদ্ধাচার ও দুর্নীতি প্রতিরোধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও যথাযথ প্রমাণক প্রেরণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। খাদ্য অধিদপ্তরের বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা জনাব মোঃ নুরুজ্জামনা বলেন যে, ডিলার খাদ্য শস্য উত্তোলন পূর্বক কতটুকু বিতরণ করছে এবং দিন শেষে কতটুকু উদ্বৃত্ত আছে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনলাইন রিপোর্ট তৈরি হয়ে যাবে। খাদ্য অধিদপ্তরের সিস্টেম এনালিস্ট বলেন যে, ৫ই জানুয়ারি ২০২২খ্রি, তারিখে ৪টি এলএসডিতে কার্যক্রমটি ১ (এক) দিনের জন্য পাইলটিং হয়েছে। ৯টি স্থানে কার্যক্রমটি নিয়মিত ভাবে চালু করার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।	কার্যক্রমটি দ্রুত বাস্তবায়ন করে প্রমাণক হিসাবে প্রতিদিনের অনলাইন রিপোর্ট সংরক্ষণ করে মনিটরিং করতে হবে।

৩.৩ ঢাকা জেলার ৬টি এলএসডিতে সিসি ক্যামেরা স্থাপনপূর্বক নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও এলএসডি পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিতে সিসি ক্যামেরা ভিত্তিক মনিটরিং পদ্ধতি প্রবর্তন	ঢাকা জেলার ৬টি এলএসডিতে সিসি ক্যামেরা স্থাপনপূর্বক নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও এলএসডি পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিতে সিসি ক্যামেরা ভিত্তিক মনিটরিং পদ্ধতি প্রবর্তন বিষয়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি আলোচনা করা হয়। সচিব মহোদয় বলেন যে, এলএসডিতে স্থাপিত সিসি ক্যামেরা দিয়ে কোন কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনের পূর্বে গুদাম ও সংশ্লিষ্ট স্থাপনায় কি হয়েছে অর্থাৎ গুদামে চাল সংগ্রহ বা বের করা বিষয়ে কোন অনিয়ম হয়েছিল কিনা? বা অন্যকোন দূর্নীতিমূলক ও সুশাসন বিঘ্ন করে এমন কার্যক্রম সংঘটিত হয়েছিল কিনা? সে বিষয়গুলো পরিদর্শনকালে মনিটরিং'এর বাধ্যবাধকতা দিয়ে নীতিমালা প্রনয়ন ও এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।।	কোন কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনের পূর্বে গুদাম ও সংশ্লিষ্ট স্থাপনায় কি হয়েছে অর্থাৎ গুদামে চাল সংগ্রহ বা বের করা বিষয়ে কোন অনিয়ম হয়েছিল কিনা? বা অন্যকোন দূর্নীতিমূলক ও সুশাসন বিঘ্ন করে এমন কার্যক্রম সংঘটিত হয়েছিল কিনা? সে বিষয়গুলো পরিদর্শনকালে মনিটরিং'এর বাধ্যবাধকতা দিয়ে নীতিমালা প্রনয়ন ও এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।
৩.৪ খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের জন্য PIMS চালু করে মন্ত্রণালয় কর্তৃক বদলীযোগ্য কর্মকর্তাদের বদলী নীতিমালা অনুসারে বদলী নিশ্চিতকরণ	খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের জন্য PIMS চালু করে মন্ত্রণালয় কর্তৃক বদলীযোগ্য কর্মকর্তাদের বদলী নীতিমালা অনুসারে বদলী নিশ্চিতকরণ বিষয়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি আলোচনা করা হয়। খাদ্য অধিদপ্তরের সিস্টেম এনালিস্ট জনাব মঞ্জুর আলম জানান যে, PIMS আধুনিকীকরণের জন্য কর্মপরিকল্পনা শুরু হয়েছে আগামী মার্চ ২০২২ মাসের এর মধ্যে সফটওয়্যার তৈরি সম্পন্ন করা হবে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব জনাব সহিদুজ্জামান বলেন যে, PIMS সফটওয়্যার উন্নয়নের সময় কোন কর্মকর্তা কোন স্টেশনে ২ বছর হলে তার নামের সাথে হলুদ চিহ্ন এবং ৩ বছর হলে লাল চিহ্ন দেখাবে এমন ব্যবস্থা রেখে সফ্টওয়্যার উন্নয়ন করা যেতে পারে। তাতে করে কোন কর্মকর্তার চাকুরীর সময়কাল নির্ধারণ ও বদলী সংক্রান্ত কর্যক্রম বাস্তবায়ন সহজ হবে।	খাদ্য অধিদপ্তরের PIMS সফটওয়্যার মার্চ ২০২২ মাসের মধ্য উন্নয়ন সম্পন্ন করতে হবে এবং প্রশসন-২ শাখা এপ্রিল ২০২২ মাস হতে PIMS এর তথ্যের আলোকে মন্ত্রণালয় কর্তৃক বদলীযোগ্য কর্মকর্তাদের বদলী বাস্তবায়ন করবে। খাদ্য অধিদপ্তরে PIMS সফটওয়্যার উন্নয়নের সময় কোন কর্মকর্তা কোন স্টেশনে ২ বছর হলে তার নামের সাথে হলুদ চিহ্ন এবং ৩ বছর হলে লাল চিহ্ন দেখাবে এমন ব্যবস্থা রেখে সফটওয়্যার উন্নয়ন করা যেতে পারে।

অতঃপর সভাপতি শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার কার্যক্রমসমূহ যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে যাতে করে দুর্নীতি হ্রাস পায় ও কর্মপরিবেশের উন্নয়ন ঘটে সে বিষয়ে সকলে আরো সচেষ্ট হবেন এ আশাবাদ ব্যক্ত করে এবং সেমিনারে সক্রিয় ও প্রাণবন্ত অংশগ্রহণের জন্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২০/০১/২০২২
মোঃ জুয়েল রানা
সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর

২০/০১/২২
স্বপ্না ভদ্র
প্রশাসনিক কর্মকর্তা